প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব বাড়ানো অপরিহার্য

নীলকণ্ঠ আইচ মজুমদার

ছোটবেলা থেকেই সবাই শুনে এসেছি এবং পড়ছি শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শুধু পড়া ও শুনা নয় এটাই বাস্তবতা যে, শিক্ষা ছাড়া মানুষ ও জাতি সবই অচল। শিক্ষার প্রাথমিক এবং মৌলিক ধাপ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা, যেখান থেকে মানুষের শিক্ষাজীবন শুরু। আর এই শুরুর ক্ষেত্রে যদি ভিত শক্ত না হয় তা হলে ব্যক্তি তথা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় অন্ধকার নেমে আসবে এটাই স্বাভাবিক এবং চিরন্তন। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা কী দেখছি? সম্প্রতি প্রাথমিক স্তরে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরও সে হারে শিক্ষার্থী বাড়ছে না বরং দিন দিন কমে আসছে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কথা বলার প্রারম্ভে এর ঘাটতি বিষয়গুলো আগে তুলে আনা প্রয়োজন। নানা সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। তবে সে সমস্যা অনেকাংশেই সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এ কথা সত্য। বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অভিভাবকদের মাঝে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে শিক্ষক সংকট আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে রয়েছে শিক্ষক তবে কাম্য শিক্ষার্থী সংকট। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া অনেকটাই রোধ হয়েছে এটা সত্য। কিন্তু এ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে না সমস্যা।

শিক্ষকদের মানোন্নয়ন বলতে আমরা সাধারণত বুঝি আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্মান বৃদ্ধি। কিন্তু কোনোটাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্জিত হচ্ছে না। এখনো বেশিরভাগ চাকরিপ্রত্যাশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার চেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের করণিক হওয়ায় গৌরববোধ করেন। শিক্ষা একটি সম্মানজনক পেশা হওয়ার পরও রাষ্ট্রীয় সম্মান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষকরা। এই শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে অন্যান্য পদে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিদের আরও ওপরের বেতন কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও শিক্ষকরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গতি ধরে রাখার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তৃতীয় হচ্ছে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি। এই কমিটি থেকে শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে কী পাচ্ছে তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। এসব কমিটি ব্যবস্থাপনা বাতিল নতুবা সময়োপযোগী করা একান্ত অপরিহার্য। শুধু সমালোচনা নয়, এগিয়ে যেতে হবে সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা কেবল উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছি। এখানে সরকারের আর্থিক সক্ষমতাও একটি বড় বিষয়। অন্যদিকে সরকারকে এসব অর্থ খরচ হিসেবে না ভেবে বিনিয়োগ হিসেবে ভাবতে হবে। বর্তমানে আর অবকাঠামোর দিকে নজর না দিয়ে মানোন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া একান্ত অপরিহার্য। বারবার কারিকুলাম পরিবর্তন না করে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক একটি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা একান্ত অপরিহার্য। আমরা সেদিনের স্বপ্ন দেখি, যেদিন দেশের মেধাবীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় আগ্রহী হবে– এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মিত হবে।

নীলকণ্ঠ আইচ মজুমদার : প্রভাষক, আলীনগর কারিগরি ও বাণিজ্যিক কলেজ ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ